পাণিনীয়শিক্ষা

পিঙ্গলাচার্যসঙ্কলিতা

[শিক্ষাপ্রকাশ-পঞ্জিকা-বঙ্গানুবাদ সহিতা]

THE PANINIYA SIKSHA

[With Translation and Notes Siksha Prakash & Panjika]

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সদেশ

১০১বি, বিবেকানন্দ রোড কোলকাতা-৬

ভূমিকা

শিক্ষা

প্রথমেই প্রশ্ন শিক্ষা বলতে কি বুঝান হচ্ছে? সাধারণতঃ শিক্ষা শব্দের যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (শিক্ষ্ + অ + টাপ) অভ্যাস বা অনুশীলন দ্বারা আয়ত্তীকরণ। এখানে আলোচ্য শিক্ষার শব্দার্থ কিছুটা যোগরূঢ় পর্যায়ের। সাধারণ অর্থে যে শিক্ষা বুঝায় তাও আছে, তার সঙ্গে একটি বিশেষ দিক নিহিত আছে। সে কথা পরে উল্লেখ করা হবে। এখন আমাদের আলোচ্য শিক্ষার পরিচয়ে যাই,— শিক্ষা হ'লো ষড়্ বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গ। মুণ্ডক উপনিষদ শৌনকের জিজ্ঞাসার উত্তরে ঋষি অঙ্গিরা বলেছেন, **'তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যর্জুর্বেদঃ সাম-বেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।'** ঋক্-সাম-যজুঃ-অথর্ব-এই চারটি মূল সংহিতা হলেন বেদপুরুষ আর শিক্ষাদি ছটি হ'লো তাঁর প্রধান ছটি অঙ্গ। পাণিনীয় শিক্ষা গ্রন্থেই অঙ্গ নির্ণায়ক নির্দেশ আছে—

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।

অর্থাৎ ছন্দঃ হলো বেদের দুটি চরণস্বরূপ, কল্পসূত্র হলো দুটি হাত জ্যোতিষশাস্ত্র হ'লো চক্ষু, নিরুক্ত হলো কান, শিক্ষা হলো নাসিকা আর মুখ হলো ব্যাকরণ। তাই এই ছটি অঙ্গের সঙ্গে মানুষ বেদ অধ্যয়ন করে ব্রহ্মলোকে মহত্ত্ব লাভ করে। এই ছটি বেদাঙ্গকে আবার বিষয়গত ভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। যেমন (১) স্বাধ্যায়ের প্রয়োজনে **শিক্ষা ও ছন্দঃ**; (২) অর্থবিজ্ঞানের প্রয়োজনে **ব্যাকরণ ও নিরুক্ত** এবং (৩) বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনে **কল্প ও জ্যোতিষ।**

সমগ্র ষড়ঙ্গ নিয়েই বৈদিক সাহিত্য। তার প্রথমাবস্থায় শ্রুতি। তাই তার প্রথম অঙ্গ হ'লো শিক্ষা। কারণ শিক্ষা মুখ্যতঃ আধুনিক পরিভাষায় **'ধ্বনিবিজ্ঞান'**। বেদভাষ্যকার সায়ণও বেদ অধ্যয়নে সার্থকতা লাভের উপায় আলোচনা সম্পর্কে বলেছেন—**'অতি গম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতুং**

শিক্ষাদীনি প্রবৃত্তানি'। অর্থাৎ বেদের অর্থ অতিশয় গম্ভীর বলে তা বুঝার জন্য শিক্ষা প্রভৃতি ছটি বেদাঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদেই শিক্ষার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখানে শিক্ষার বিষয়বস্তুর তালিকাও দেওয়া হয়েছে। এই উপনিষদের প্রথম অনুবাকের প্রথম অধ্যায়টির নাম শীক্ষাবল্লী। এখানে বলা হয়েছে **শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃস্বরঃ। মাত্রা বলম্। সামঃ সন্তানঃ ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ**। এখানে শীক্ষার বানান দেখে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কাটিয়ে আচার্য শংকর বলেছেন—শিক্ষাই শীক্ষা, বৈদিকে বর্ণের দীর্ঘত্ব। তিনি ভাষ্যে বলেছেন,—**'শিক্ষা শিক্ষ্যতেঽনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণ লক্ষণম্।'** অর্থাৎ এর দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণলক্ষণ শিখা যায় বলে এর নাম শিক্ষা। যেগুলির শিক্ষার কথা শিক্ষাবল্লীতে বলা হলো তাহলো—(১) **বর্ণঃ**—অকারাদি বর্ণ, (২) **স্বরঃ**—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিনরকম স্বর, (৩) **মাত্রা**—হ্রস্বদীর্ঘ ও প্লুত-এগুলি মাত্রা, (৪) **বল**—শব্দের উচ্চারণ প্রযত্ন, (৫) **সামঃ**—বর্ণোচ্চারণের সমতা অর্থাৎ অতিদ্রুত নয়, অতি মৃদুও নয়—এরূপ বর্ণোচ্চারণ, (৬) **সন্তানঃ**—সংহিতা অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমবদ্ধপদ বা বাক্য। অতএব বৈদিক তথা লৌকিক ধারণায় 'শিক্ষা' বলতে উক্ত বিষয়গুলির উপযুক্ত প্রশিক্ষণকে বুঝায়। লৌকিক শব্দটির সংযোজন পরবর্তী, মুখ্যতঃ বৈদিক মন্ত্রগুলির স্বর, মাত্রা,। বল—যথাযথ না হ'লে তার অর্থ ব্যত্যয় পর্যন্ত ঘটে বলেই সর্বাগ্রে শিক্ষা বেদাঙ্গটির আবশ্যক অনুভূত হ'য়েছে।